জনতা ব্যাংক পিএলসি.
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
Website:**www.jb.com.bd**

ওভারসীজ ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট
ফোন নং: +৮৮-০২-২২৩৩৮৬৪৪৩

তারিখঃ আশ্বিন ১০, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৫/০৯/২০২৫ ইং

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ঃ **১৩৫৬/২৫**

সকল মহাব্যবস্থাপক/ উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং
সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
প্রধান নির্বাহী, ইউএই অপারেশন
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি,
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/ জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/ এরিয়া অফিস/
সকল শাখা এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয়ঃ- বাংলাদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশে শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানী (এক্সচেঞ্জ হাউজ, ফাইন্যান্স কোম্পানী) স্থাপন এবং বিদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪ তারিখঃ ০৮ মে, ২০২৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশে শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানী (এক্সচেঞ্জ হাউজ, ফাইন্যান্স কোম্পানী) স্থাপন এবং বিদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয় যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"উদ্ধৃত

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ১৬/০৭/২০০১ তারিখে ইস্যুকৃত পত্রসূত্র নং- বিআরপিডি (এম) ২০৪/২০০১-৩৭২-৪০৯ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসার এবং এতদসংশ্লিষ্ট লেনদেন সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশী কোনো কোনো তফসিলি ব্যাংক-কোম্পানী ২০০১ সাল হতে বিদেশে শাখা/ ফাইন্যান্স কোম্পানী/এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিনিধি অফিস স্থাপনের মাধ্যমে ওভারসিস্ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের গ্রাহকদের আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ এবং অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। পাশাপাশি ব্যাংক-কোম্পানী বিদেশে তাদের বিভিন্ন সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে Trade Finance, Bill Discounting, Remittance Transfer ইত্যাদি কার্যাদিও পরিচালনা করে থাকে। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংক কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবসার ধরণ এবং পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ব্যাংক খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন ব্যাংকিং পণ্য ও সেবার প্রচলন ঘটেছে। সে সূত্রে বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ওভারসিস্ ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিস্তৃতি, আত্তীকরণ, প্রয়োগ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়নের বিষয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, তফসিলি ব্যাংকসমূহের ওভারসিস্ ব্যাংকিং কার্যক্রম আদর্শরূপে পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত প্রদত্ত নীতিমালায় পরিবর্তন/সংযোজন/পরিমার্জন/পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩। বাংলাদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বিদেশে শাখা, প্রতিনিধি অফিস (Representative Office) ও সাবসিডিয়ারি (এক্সচেঞ্জ হাউজ, ফাইন্যান্স কোম্পানী ইত্যাদি) স্থাপন এবং কোনো বিদেশী ব্যাংক-কোম্পানী বা ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবেঃ

৩.১। বিদেশে শাখা বা প্রতিনিধি অফিস, ও সাবসিডিয়ারি (এক্সচেঞ্জ হাউজ, ফাইন্যান্স কোম্পানী ইত্যাদি) স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলীঃ

(১) ব্যাংক-কোম্পানীর ব্যাংক-ব্যবসায় ন্যূনতম ০৭ (সাত) বছর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ণীত Composite CAMELS Rating এ ব্যাংক-কোম্পানীকে Strong (Composite CAMELS Rating 1) অথবা Satisfactory (Composite CAMELS Rating 2) হতে হবে এবং Capital Adequacy তে Strong (1) অথবা Satisfactory (2) এবং Asset Quality তে Strong (1) অথবা Satisfactory (2) হতে হবে। একইসাথে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ণীত Comprehensive Risk Management Rating এ ন্যূনতম "৩" মান সম্পন্ন হতে হবে;

(৩) প্রস্তাবিত ব্যাংক কোম্পানীকে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং শেয়ার বাজারে "এ" ক্যাটাগরির শেয়ার হতে হবে;

(৪) যে দেশে ব্যাংক-কোম্পানীর শাখা/প্রতিনিধি অফিস/ সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন করা হবে সে দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে;

(৫) প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশী নাগরিক নিয়োগ এবং তাদের অর্জিত অর্থ দেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান নীতিমালা বাংলাদেশের জন্য অনুকূল হতে হবে;

(৬) সংশ্লিষ্ট দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা মনিটরী অথরিটি (Monetary Authority) বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/অনাপত্তি থাকতে হবে;

(৭) কোনো দেশে বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ইতোমধ্যে অন্য কোনো বাংলাদেশী ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা, প্রতিনিধি অফিস বা কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানী বিদ্যমান থাকলে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা স্থাপনের যৌক্তিকতা উপযুক্ত তথ্যাদি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

চলমান পাতা/০২

(৮) বিদেশে প্রস্তাবিত শাখা, প্রতিনিধি অফিস বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে প্রয়োজনীয় লোকবলের সর্বোচ্চ সংখ্যক নিয়োগ বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য থেকে হতে হবে;

(৯) এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা, অভিবাসী কর্তৃক বাংলাদেশে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং সে দেশের সাথে বাংলাদেশের আর্থিক লেনদেনের মোট পরিমাণ বিবেচনায় আনতে হবে;

(১০) বিদেশে শাখা, প্রতিনিধি অফিস বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপনের প্রস্তাব আবেদনকারী ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(১১) বিদেশে প্রস্তাবিত কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানী বা এক্সচেঞ্জ হাউজ এর মালিকানায় অংশীদার হিসেবে আবেদনকৃত (Parent Company) ব্যাংক-কোম্পানীর অংশ সর্বাধিক হতে হবে;

(১২) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ধারা ২৬ এবং নতুন ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন বা বিদ্যমান ব্যবসা কেন্দ্র স্থানান্তর সংক্রান্ত ধারা ৩২ সহ অন্যান্য ধারা ও বিধি-বিধান এবং বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের প্রযোজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে;

(১৩) বিদেশে প্রস্তাবিত শাখা, প্রতিনিধি অফিস বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানী সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনুসৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা মেনে চলতে হবে;

(১৪) ব্যাংক-কোম্পানীর Core Banking Software (CBS) এর সাথে বিদেশস্থ শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে ব্যবহৃত Software System এর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৫) ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক সর্বোচ্চ ২ বছর পরপর বিদেশস্থ শাখা/সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থ আবেদনকারী (Parent Company) ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বহন করতে হবে;

(১৬) পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিদেশে প্রস্তাবিত শাখা, প্রতিনিধি অফিস বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর নিট মুনাফা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অত্যাবশ্যকীয় না হলে সেদেশে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশে ভ্রমণ অত্যাবশ্যকীয় হলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(১৭) ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশস্থ শাখা/ সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হতে অর্জিত নিট মুনাফা প্রতি আর্থিক/ পঞ্জিকা বছর শেষে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৮) প্রস্তাবিত শাখা/সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় (Operational Expense) এবং নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বেতন ভাতাদি শাখা/সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর অর্জিত আয় হতে নির্বাহ করতে হবে অর্থাৎ Parent Company হতে এ বাবদ কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশে (Host Country) প্রেরণ করা যাবে না;

(১৯) ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনকারী ব্যাংক-কোম্পানী এবং বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রযোজ্য হবে;

(২০) ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশস্থ শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর অবসায়ন বা ব্যবসা কার্যক্রম বন্ধ করার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং অবসায়নের ক্ষেত্রে সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ এ দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশে শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়াঃ

৪.১। আবেদনকারী ব্যাংক-কোম্পানীকে প্রথম পর্যায়ে তাদের প্রস্তাবিত শাখা, প্রতিনিধি অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অর্ন্তভুক্ত করে একটি সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Feasibility Report) দাখিলপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবেঃ

(১) আবেদনকৃত দেশের Market Research এবং ব্যবসার SWOT Analysis;

(২) ব্যবসার ০৫ বছরের Projected Financial Statements;

(৩) ব্যবসার Break Even Point Analysis এবং Pay-Back Period;

(৪) ব্যবসার মূলধনের কাঠামো এবং উৎস;

(৫) লোকবল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা;

(৬) কর্মচারী নিয়োগ এবং বেতন ভাতাদি বিষয়ক পরিকল্পনা;

(৭) Business Organogram;

(৮) পরিচালকদের নাম, পদবী, বয়স ও ব্যাংকখাতে অভিজ্ঞতাসহ পরিচিতি;

(৯) Memorandum of Association & Article of Association;

(১০) ব্যবসায়িক উন্নয়ন সাধনে বিপণন কৌশল ও নীতিমালা; এবং

(১১) প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদনের পূর্বে বিদেশে কোন সত্তা (Entity) থাকলে তার প্রতিটির পারফরমেন্স (নিট লাভ/ক্ষতিসহ অন্যান্য তথ্য), বাংলাদেশ হতে মোট বিনিয়োগ, মোট প্রত্যাবাসিত ফরেন কারেন্সির পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

মনোনীত দেশে উদ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপনকালে সে দেশের মনিটরী অথরিটি (Monetary Authority) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (Regulatory Body) অনুমোদন প্রাপ্তিসহ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে।

চলমান পাতা/০৩

৫। **বিদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ঃ**

(১) বিদেশে কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বা উহার কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার মালিকানায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(২) বিদেশে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় এবং ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা প্রযোজ্য হবে:

(৩) বাংলাদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানী বিদেশী কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করার পূর্বে মনোনীত ব্যাংকটির ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট, সর্বশেষ তিন বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (Audited Financial Statements), Host Country এর Banking Industry তে মনোনীত ব্যাংক-কোম্পানীর Performance Report এবং মনোনীত ব্যাংক-কোম্পানীর সাথে বিনিয়োগকারী বাংলাদেশী ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালকের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা নেই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিলপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(৪) বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের বিদেশে শাখা স্থাপন, সাবসিডিয়ারি কোম্পানী স্থাপন, বিদেশে কোনো ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় এবং ব্যাংক ব্যবসায় নিয়োজিত নয় এমন ট্রিপল 'এ' রেটেড বা সমতুল্য রেটিং প্রাপ্ত লিস্টেড পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬। **বিবরণী দাখিলঃ**

ব্যাংক-কোম্পানীর বিদেশস্থ শাখা/সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর নিম্নবর্ণিত বিবরণী/প্রতিবেদনসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-১) এ দাখিল করতে হবে-

(১) অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (অর্ধ-বার্ষিক সমাপনান্তে ০১ (এক) মাসের মধ্যে);

(২) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী (নিরীক্ষাকার্য সমাপ্ত হওয়ার ০২ (দুই) মাসের মধ্যে);

(৩) অর্জিত নিট মুনাফা দেশে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিবরণী (প্রতি আর্থিক/ পঞ্জিকা বছর শেষে ০২ (দুই) মাসের মধ্যে);

(৪) বিদেশে নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত যেকোন ধরণের পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কোন ধরণের জরিমানা বা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে সেসব তথ্য (শাখা/সাবসিডিয়ারি কোম্পানী কর্তৃক প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে);

(৫) Conversion Rate এবং তারিখ উল্লেখপূর্বক যে কোন আর্থিক তথ্য তিনটি মুদ্রায় (Local Currency, USD এবং BDT) উপস্থাপন এবং

(৬) যেকোন আর্থিক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ বছরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৭। ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ১৬/০৭/২০০১ তারিখের পত্রসূত্র নং- বিআরপিডি (এম) ২০৪/২০০১-৩৭২-৪০৯ এর মাধ্যমে জারিকৃত নীতিমালা এতদ্বারা রহিত করা হলো। তবে, এই সার্কুলার জারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রহিতকৃত পত্রের আওতায় গৃহীত ও কৃত সকল কার্যক্রম বৈধ বলে গণ্য হবে।

৮। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুদ্ধৃত"

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪, তারিখঃ ০৮ মে, ২০২৫ ইং এ বর্ণিত উপরোল্লিখিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য এত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

এম এম আজাদ ফারুক
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ আনিস
মহাব্যবস্থাপক